ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২০৪ ● কলকাতা ● ০৮ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ২৫ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

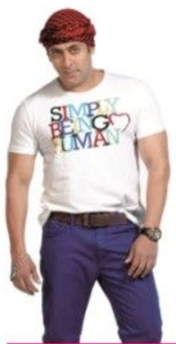

নাম ভাড়িয়ে প্রতারণা, আইনি ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি সালমান খানের

পৃঃ ৫

পিএসজির অনুশীলনে এমবাপ্পে

পৃঃ ৬

বিনা বিচারে এক বছর ধরে আটকে রয়েছি,

কেন চুপ বন্দিমুক্তি কমিটি, ক্ষোভপ্রকাশ করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়

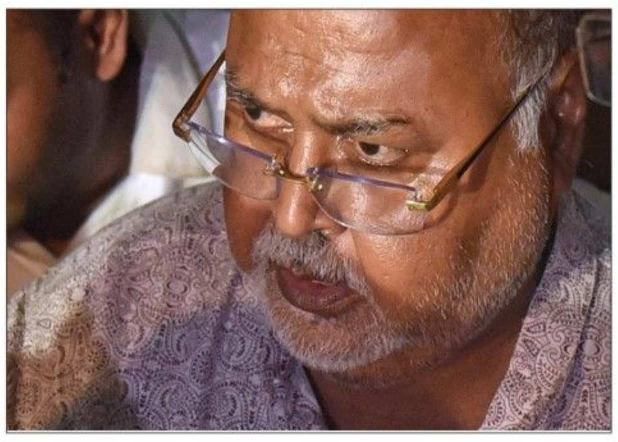

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার বন্দিদশা নিয়ে আবার ক্ষোভপ্রকাশ করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "এক বছর বিনা বিচারে আছি। আমায় জোর করে আটকে রাখা হয়েছে।'' গ্রেফতারির এক বছর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বন্দিমুক্তি আন্দোলনকারীদের আবার বার্তা দিয়েছেন পার্থ।কেন 'বিনা বিচারের' কথা বলছেন পার্থ? এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে পার্থ বলেন, "বিচার হচ্ছে না তাই।'' বস্তুত, সম্প্রতি রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্থের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের মামলায় বিচার (প্রসিকিউশন) শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোমবার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এ-ও বলেন, "আমি এটুকু বুঝেছি যে, শুধুমাত্র আমাকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে।" বৃহত্তম ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রসঙ্গে পার্থের মন্তব্য, " কে কী বলল আসে যায় না।"ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, "এক বছর বিনা বিচারে আছি। বন্দিমুক্তি আন্দোলনকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন। তাঁরা মুখ খুলছেন না।"

শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে

এরপর ৩ পাতায়

বিধানসভার 'সর্বদল বৈঠক'

হয়ে দাঁড়াল একদলীয়ই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাদল অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকে যোগ দিলেন না বিজেপি এবং আইএসএফের বিধায়কেরা। শুধু শাসক তৃণমূলের বিধায়কদের নিয়েই হল বৈঠক। বৈঠকে যোগ না দেওয়ার ব্যাপারে আইএসএফের তরফে কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি। তবে বিজেপি সূত্রের দাবি, বিধানসভার 'রীতি-নীতি' ভঙ্গ করছে শাসকদল। বিরোধী দলকে 'যোগ্য সম্মান' না দেওয়ার প্রতিবাদেই তারা এই ধরনের বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।প্রসঙ্গত, পিএসি ঘিরে নানা সময়ে সংঘাতে জড়িয়েছে শাসক এবং বিরোধী শিবির। প্রথমে বিরোধ শুরু হয় মুকুল রায়কে নিয়ে। তিনি পিএসি-র চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলে আর এক 'দলবদলু' বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে পিএসি-র চেয়ারম্যান করা হয়। রায়গঞ্জ থেকে বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছিলেন কৃষ্ণ। পরে তিনি যোগ দেন তৃণমূলে। সেই কারণে দলত্যাগ-বিরোধী আইনে তাঁর বিধায়ক-পদ খারিজ করার জন্য স্পিকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল বিজেপির পরিষদীয় দল। তা সত্ত্বেও কেন তাঁকে পিএসির শীর্ষ পদে বসানো হল, তা নিয়ে প্রবল আপত্তি তোলে বিজেপি। এ নিয়ে একাধিক বার সুর চড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, বিরোধী দলের তরফে পিএসি-র জন্য যে ৬ জনকে মনোনীত করা হয়েছিল, তার মধ্যে মুকুল বা কৃষ্ণ কেউ ছিলেন না। বিধায়ক-পদ খারিজের আবেদন যাঁদের বিরুদ্ধে জমা পড়ে রয়েছে, তাঁদের মধ্যে থেকেই বারবার পিএসি-র চেয়ারম্যান বেছে নেওয়ার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। পাল্টা স্পিকারের বক্তব্য, নিয়ম মেনেই পিএসি-র চেয়ারম্যান

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় হিংসা কবলিত এলাকায়

আরও ১০ দিন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী: কলকাতা হাইকোর্ট

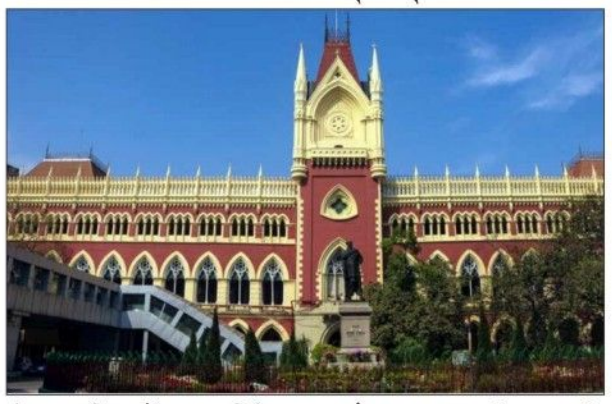

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটের ফল ঘোষণা হয়েছে, ১০ দিনের বেশি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজ্যে এখনও বিক্ষিপ্ত ভাবে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আরও ১০ দিন রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ।পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে প্রায় ২০০ স্কুল বাড়ির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই তথ্য দ্য ওয়ালে সবার আগে লেখা হয়েছিল। এদিন সে প্রসঙ্গও শুনানির সময়ে ওঠে। প্রধান বিচারপতি বলেন, কারা এই দুবৃর্ত্ত, যারা স্কুলে ভাঙচুর করেছে?

রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আদালতে জানান, কোন কোন স্কুলে ভাঙচুর করা হয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। অভিযুক্তদেরও চিহ্নিত করা হয়েছে। সেটা হলফনামায় জানানো হয়েছে।কলকাতা হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফেই বলা হয়েছিল যে এক সঙ্গে সব বাহিনী প্রত্যাহার না করে তারা

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী

আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-

what's app :- 7439971094

সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:- ২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

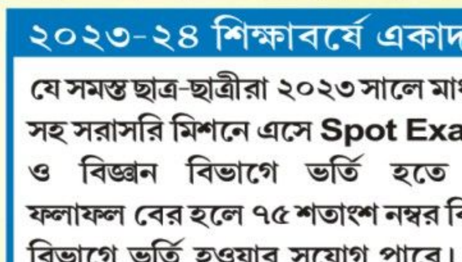

Gilr's Hostel

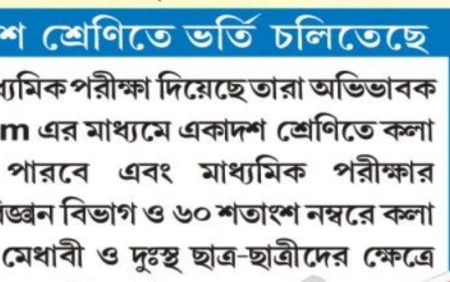

Boy's Hostel

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

১৬৪ তম আয়কর দিবস
যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত

নতুনদিল্লি ২৪ জুলাই,২০২৩ : নিউজ সারাদিন : আয়কর দফতরের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ শহরে আজ ১৬৪ তম আয়কর দিবস যথাযথ সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে উদযাপন করলেন । এই উপলক্ষে কলকাতার আয়কর দফতরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের আয়কর বিভাগের প্রিন্সিপাল চীফ কমিশনার শ্রীমতী স্মিতা শ্রীবাস্তব সকালে কলকাতার আয়কর দফতর থেকে এই দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে একটি পদযাত্রার সূচনা করেন । বহু সংখ্যায় আয়কর আধিকারিক এবং কর্মীবৃন্দ এতে যোগ দেন । পদযাত্রাটি ব্যাম্বু ভিলা-আয়কর দফতরে শেষ হয় । এরপর, একগুচ্ছ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । 'চেয়ারম্যানের বক্তব্য' সংক্রান্ত সংবাদ প্রদর্শন ছাড়াও স্বাস্যজ সচেতনতা কর্মসূচির মধ্যে আলোচনাচক্র ছিল যার বিষয়-আপনি আপনার কিডনিকে জানুন। এই বিষয়ে ডাক্তার প্রতীম সেনগুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন । এছাড়াও করদাতাদের সঙ্গে একটি আলাপচারিতার আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ওপেন হাউস ক্যুইজ, প্রহসন, সঙ্গীত ও নৃত্যেরও আয়োজন করা হয় । উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী শ্রীবাস্তব ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের আয়কর দফতরের মহা নির্দেশক শ্রী রাজীব মেহরোত্রা এবং আয়কর ভবনের অন্য পদস্থ আধিকারিকরা ।

জাতীয় সড়কে অটো এবং মারুতি গাড়ীর
মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ২,আশঙ্কাজনক ১

সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন : ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় দুই কলেজ পরীক্ষার্থী সহ জখম তিনজন।সোমবার বিকেলের দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুর গামী ৮১ নং জাতীয় সড়কের বটতলা এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন বিকেলে চাঁচল থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরের দিকে যাচ্ছিল যাত্রীবাহি অটোটি।বটতলার কাছে বিপরীত অভিমুখ থেকে দ্রুত গতিতে একটি মারুতী ভ্যান সজোরে ধাক্কা মারে অটোটিতে।কমবেশি অটোর প্রত্যেক যাত্রী জখম হয়েছে বলে খবর।তবে তাদের মধ্যে তিনজনের আঘাত গুরুতর। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতাল সূত্রে,আহতরা হল সুলতানা খাতুন(২২),পায়েল কর্মকার(২১),অটো চালক হান্নান আলী(৪০)।এদের মধ্যে সুলতানা খাতুনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।তবে ঘটনার পরে ঘাতক মারুতি গাড়ি ও চালককে আটক করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

মণিপুর নিয়ে কলকাতায় মিছিল তৃণমূলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুরু হলো রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশন। তার আগে হয় সর্বদলীয় বৈঠক। যদিও সেখানে উপস্থিত ছিল না বিজেপি, কংগ্রেস, আইএসএফ। তবে বাদল অধিবেশনে ঝড় ওঠার ইঙ্গিত মিলছে। কলকাতায় তৃণমূলের জয়হিন্দ বাহিনীর তরফেও মণিপুরের ঘটনার নিন্দা করে ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। কলকাতার হাজরা মোড় থেকে শুরু হয়ে মিছিল যায় আকাদেমি পর্যন্ত। মিছিলে হাঁটেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলররা। ফিরহাদ বলেন, মণিপুরের মানুষ বিচার পাচ্ছেন না। মোদী সরকারের মৃত্যুঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিপাত যাক।

সরকার পক্ষের তরফে বিধানসভায় মণিপুরের ঘটনা নিয়ে নিন্দা প্রস্তাব আনার প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, বিধানসভায় কাল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আসবেন। পরিষদীয় দলের বৈঠকে ঠিক হবে আমরা কোন কোন প্রস্তাব আনব। তবে মনে করাতে চাই হাঁসখালির নির্যাতিতার ঘটনাকে যারা চাপা দিয়েছে, তারাই মণিপুর নিয়ে নিন্দা প্রস্তাব আনছে।

শংকরের কথায়, মণিপুর নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন। তারপর আমাদের কিছু বলার নেই। তবে প্রস্তাব আনা হলে আমরাও জবাব দেব। সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা নিয়ে বিজেপি মুলতুবি প্রস্তাব আনতে পারে।একদিকে মণিপুরের ঘটনা, অন্যদিকে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিংসা ও নারী নির্যাতনের ঘটনা।সর্বদলীয় বৈঠকের পর পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব আনা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন, সেখানে মণিপুরের ঘটনা নিয়ে তিনি চুপ। মণিপুরে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সে কারণেই নিন্দা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত।

কাল বা বুধবার বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠকেই ঠিক হবে কবে নিন্দা প্রস্তাব আনা হবে। আজ মণিপুররের ঘটনা নিয়ে উত্তাল হয়েছে সংসদের দুই কক্ষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে এসে মণিপুর নিয়ে বিবৃতি দিন, দাবি ২৬টি রাজনৈতিক দলের। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে হয়েছে ধর্না। পাল্টা বিজেপিও ধর্না চালিয়েছে রাজস্থান থেকে বাংলার নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে।

নিউজ সারাদিনের সম্পাদকের পরিবারের
জমি জায়গা কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জীবনে চলার পথে বহু বাধা অতিক্রম করে, যে মানুষটি আজও নিজের সম্মান টুকু হারায়নি তাকে নিয়ে লেখা। আজকের দিনের সাংবাদিকদের দ্বিধাগ্রস্ত করাটা উচিত নয়।আলো ফুরালে অন্ধকার যেমন শুরু হয়, অন্ধকার এসেছে কিন্তু আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে এই জগত। পাওয়ার যোগ্য সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। জমি জায়গার বিষয় নিয়ে তার পরিবারসহ তাকে যে কোন মুহূর্তে খুন করে দিতে পারে, তার পরিবারের থেকে জমি কেড়ে নেয়ার জন্য নানান কৌশল তৈরি করেছে, এক শ্রেনীর দুষ্কৃতীরা। ইউ শোনা যায়, দুখিরাম সদ্দার মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জ্যাঠামশাই ছিলেন তিনি অবিবাহিত বলে সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তার ভাইয়ের ন্যায় নামে উইল্ড করে দিয়ে যায়। সেই সম্পত্তি ভাগ নেওয়ার পরিকল্পনা করে ওয়ারিশন ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে লোকাল প্রশাসন। ক্যানিং ২ নম্বর বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে প্রধানের দেওয়া ওয়ারিশন সার্টিফিকেট দিয়ে হাজার লক্ষ কেস মিউটেশন হয়ে যাচ্ছে, অথচ মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে আড়াই কে দিয়ে তদন্ত করে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে জমি জায়গা কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। জমি জায়গা বিষয়ে আশায় নিয়ম সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোন মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারে, তবে এখানে পরিকল্পনা কেনই বা হচ্ছে তার একার উপরে। সাংবাদিক ও সম্পাদকরা কোন রাজনৈতিক দলের নাম লেখায় না এটাই প্রকৃত সম্পাদনা করার বিষয়বস্তু, তাহলে কি সাংবাদিক পরিবারের জমি কেড়ে নেওয়াটা সমাজবিরুদের একাংশ মূল ভূমিকা হয়ে উঠছে। তারা হয়তো ভুলে গেছে দেশের আজও বিচার ব্যবস্থা আইন কান বলে কিছু না কিছু রয়েছে। সময়ে সব কথা বলবে, তবে শত যুদ্ধের মাঝে মৃত্যুঞ্জয় পরিবার রাজনীতির কাছে মাথা নত করেও না। সেই কারনে সাংবাদিক জীবনের ইতিহাস তুলে ধরা বাংলার অনেকেই খারাপ চোখে দেখতে পারে কিন্তু আজকের দিনে লেখার শুরুতেই সব কথা যেন খুলে বলতে ইচ্ছা করছে। আর এ নিয়ে আজকেরে দিনে আমার লেখার বিষয়বস্তু। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ ভেবেছিল সবাই নিরাপত্তায় থাকবে। অথচ সেই বাংলায় বসবাসকারী সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সপরিবারে, তারা আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে কেন ?এ প্রশ্নের উত্তর জবাব দিতে পারে না, শাসকশ্রেণীর ক্ষমতালোভী মানুষগুলো! মানুষ অসহায় ও অনাথের উপরে অবিচার অনাচার অত্যাচার হলেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কোন হেলদোল নেই আজও। তাই বারংবার জীবিকার উপরে আঘাত হানছে রাতের অন্ধকারে রাজনৈতিক যোগ সূত্রে থাকা সমাজবিরোধীরা। তাই তার পুকুরে বিষ দিয়ে প্রতিবছরে মাছ মেরে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে দেয়ার জন্য। বিষ পড়ার পরে লোকাল ছোটখাটো রাজনৈতিক যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের কে পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে। গিয়ে বলে আমাদের রাজনৈতিকের সঙ্গে থাকলে এটা হয়তো আর হতো না। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করে দেয়, যে রাজনীতি ঝান্ডা ধরাতে ব্যস্ত এলাকায় ক্ষমতা থাকা রাজনৈতিক দলেরা। বারবার হুমকি অত্যাচার অবিচার এসব বা কেনই হবে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে এই পরিবারের উপর। সবটাকি ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে এটাই তার মূল মন্ত্র। এককভাবে জিতে এই স্বার্থন্বেষী মুকুল রায়ের কথা শুনে সিপিএম দল থেকে ভাঙ্গিয়ে নেতা গুলোকে তৃণমূল এনেছিল, এর ফলে ভেবেছিল বাংলায় আরো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে কিন্তু তাতে মনে হয় আজ

এরপর ৩ পাতায়

ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা তুলে নিন,
আবেদন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভাঙড় থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করুন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এমনটাই আবেদন জানালেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। সোমবার বিধানসভার বাদল অধিবেশনের যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। সেখানেই তাঁকে ভাঙড়ের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ১৪৪ ধারা জারি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়।প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পর থেকেই উত্তপ্ত হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় বিধানসভা। তৃণমূল এবং আইএসএ কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এখনও পর্যন্ত দুই দল মিলিয়ে মোট ছয় জন নিহত হয়েছেন। তার পরেও থেমে থাকেনি ভাঙড়ের রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা। পঞ্চায়েত ভোট পর্ব মিটে গেলে ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল প্রশাসন। যার ফলস্বরূপ নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ঢুকতে পারেননি বিধায়ক নওশাদ। তাই ভাঙড় থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের যে অনুরোধ শওকত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করেছেন, তা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন আইএসএস বিধায়ক। নওশাদের কথায়, "ভাঙড়ে আসলে অশান্তি থামাতে নয়, বিরোধী দল যাতে সেখানে প্রবেশ না করতে পারে, সেই জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সেই ১৪৪ ধারার কারণে আমি নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ঢুকতে পারিনি। এখন তৃণমূল বিধায়ক এ সব কথা বলে ভাঙড়ের মানুষের ক্ষোভ থেকে বাঁচতে চাইছেন।"জবাবে তিনি বলেন, "আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, ভাঙড় থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হোক। ভাঙড়ের উত্তপ্ত পরিবেশের কারণে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। আমার মনে হয়, এখন ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া উচিত। ভাঙড়ের সাধারণ, খেটে খাওয়া গরীব মানুষের অসুবিধা হোক, আমরা এটা কখনও চাই না।" শওকত আরও বলেন, "আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি, মুখ্যমন্ত্রীও চান না ভাঙড়ের মানুষের কোনও রকম অসুবিধা হোক। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন, ভাঙড় থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক। ভাঙড় স্বাভাবিক ছন্দে ফিরুক। ভাঙ্গড়ের মানুষ যেন স্বাভাবিক নিয়মে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নিজেদের কাজকর্ম করতে পারেন।"

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের বিপুল জয়ের মধ্যেও ভাঙড়ে জয়ী হয়েছিলেন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) মনোনীত বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। এর পর ভাঙড়ের রাজনৈতিক জমি উদ্ধারের দায়িত্ব ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকতকে দেন মমতা। সেই থেকেই আইএসএফের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সম্পর্ক চলছে শওকতের।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার
সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা
সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে
যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

বিধানসভার 'সর্বদল বৈঠক' হয়ে দাঁড়াল একদলীয়ই

করা হয়েছে রায়গঞ্জের বিধায়ককে।রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সম্মতি না মেলায় প্রস্তাবিত সময়ে বিধানসভার বাদল অধিবেশন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। যদিও শেষ মুহূর্তে সম্মতি মেলে রাজভবন থেকে। এর পর শনিবার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২৪ জুলাই অর্থাত সোমবার দুপুর ১২টা থেকেই বাদল অধিবেশন শুরু হবে। তার আগে বেলা ১১টা নাগাদ হবে সর্বদল বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দিলেন না কোনও বিজেপি বিধায়ক। একমাত্র আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিও যোগ দেননি সর্বদলে। বৈঠকের পর নির্ধারিত সময়েই অধিবেশন শুরু হয়। প্রথামাফিক পাঠ করা হয় শোকপ্রস্তাবও। এর পরেই অধিবেশন মুলতবি করে দেন স্পিকার।

নওশাদ কেন সর্বদল বৈঠকে যোগ দেননি, তা নিয়ে আইএসএফের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। অন্য দিকে, বৈঠকে যোগ না দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপি সূত্রের ব্যাখ্যা, বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-সহ বিভিন্ন কমিটির মাথায় যেখানে বিরোধী দলকে 'গুরুত্ব' দেওয়াই দস্তুর, সেখানে 'দলবদলু'দের চেয়ারম্যান করে দেওয়া হচ্ছে। বিধানসভার 'রীতি' ভঙ্গের প্রতিবাদ জানাতেই সর্বদল বৈঠকে না থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজেপি সূত্র।

১-ম পাতার পর

বাংলায় হিংসা কবলিত এলাকায় আরও ১০ দিন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী: কলকাতা হাইকোর্ট

দফায় দফায় তা প্রত্যাহারে আগ্রহী। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আইনজীবী আদালতে জানান, অবশিষ্ট ২৩৯ কোম্পানির বাহিনীর মধ্যে ১৩৯ কোম্পানি বাহিনী ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়ে গিয়েছে।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম তাঁর নির্দেশে বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও যখন চাইছে তাহলে আরও ১০ দিন বাহিনী রেখে দেওয়া হোক। তবে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বাহিনীর যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন। নইলে বাহিনী রেখে দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। যে সব জায়গায় এখনও অশান্তি রয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজে লাগানো হোক।

১-ম পাতার পর

বিনা বিচারে এক বছর ধরে আটকে রয়েছি, কেন চুপ বন্দিমুক্তি কমিটি, ক্ষোভপ্রকাশ করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়

গত বছরের ২২ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার নাকতলায় পার্থের বাড়িতে হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ২৩ জুলাই মধ্যরাতে গ্রেফতার করা হয় পার্থকে। তার পর তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বর্তমানে পার্থের ঠিকানা প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার। গ্রেফতারের পর মন্ত্রিত্ব খুইয়েছেন পার্থ। পাশাপাশি তৃণমূল থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সব কিছু হারিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ভেঙে পড়েছেন তিনি। অতীতে তাঁর গলায় আক্ষেপের সুরও শোনা গিয়েছে। আগেও বন্দিদশা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন। বন্দিদশা থেকে মুক্তির জন্য 'বন্দি মুক্তি আন্দোলনকারী'দের উদ্দেশে বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি। ইডির পর সিবিআইয়ের হাতেও গ্রেফতার হয়েছিলেন পার্থ। সোমবার পার্থকে আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজির করানো হবে। আদালতে ঢোকার মুখে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন পার্থ। গ্রেফতারির এক বছর প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বন্দিমুক্তি আন্দোলনকারীদের কথা বলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, "এটা সুজাত ভদ্রদের জিজ্ঞাসা করুন। বন্দিমুক্তি আন্দোলনকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন। এক বছর বিনা বিচারে আছি। আজ তাঁরা মুখ খুলছেন না।" এর পাল্টা মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র বলেছেন, "উনি (পার্থ) রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে বন্দি নন।"এর আগেও বন্দিমুক্তি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছিলেন পার্থ। সে বার বলেছিলেন, "যাঁরা বন্দিমুক্তি আন্দোলন করেন, তাঁদের আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাঁরা কোথায়?" তবে পার্থের এই আহ্বানে সাড়া দিতে রাজি নয় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)। এ কথা সেই সময় জানিয়েছিলেন এপিডিআরের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর। তিনি বলেছিলেন, "পার্থবাবুর বিচার হোক। নিরপরাধ হলে মুক্তি হোক। তবে তিনি এক জন নিপীড়ক, তাঁর পাশে থাকতে পারছি না আমরা।তাঁর বিরুদ্ধে জনগণের টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ওই অভিযোগ উড়িয়ে দিতে পারছি না। ফলে এই ধরনের মানুষের পাশে থাকতে পারি না আমরা।"

রামনবমীতে হিংসার তদন্ত এনআইএ-র হাতেই!

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে গেল রাজ্যের আবেদন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামনবমীতে বাংলার কয়েকটি এলাকায় হিংসার ঘটনার তদন্তের ভার এনআইএ-কে দেওয়ার বিরোধিতা করে রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাই কোর্টের দেওয়া এনআইএ তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্যের তরফে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারডিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ সোমবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।শীর্ষ আদালতের কাছে রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির যুক্তি ছিল, জনস্বার্থ মামলায় তদন্তের ভার এনআইএ-কে দেওয়া যায় না। দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছাড়া সাধারণ হিংসার মামলায় এনআইএ আইন প্রয়োগ করা যায় না বলেও বৃহস্পতিবার শুনানিতে দাবি করেছিলেন তিনি। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনস্বার্থ মামলা করছেন অভিযোগ করে হাই কোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদনে জানানো হয়েছিল শীর্ষ আদালতের কাছে। কিন্তু শুক্রবার সেই যুক্তি খারিজ করেছে শীর্ষ আদালত।সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কলকাতা হাই কোর্ট এনআইএ তদন্তের যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে না। এ বিষয়ে কলকাতা হাই কোর্টের রায়ই বহাল রাখার কথা জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। রামনবমীর মিছিল ঘিরে হাওড়ার শিবপুর, হুগলির রিষড়া-চন্দননগর, উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায় গোষ্ঠীহিংসায় এনআইএ তদন্তের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে রাজ্য সরকারের তরফে যে আর্জি জানানো হয়েছিল, শীর্ষ আদালত গত মে মাসে তা খারিজ করে দিয়েছিল। এ বার খারিজ হয়ে গেল হাই কোর্টের নির্দেশ বাতিলের আর্জি। অর্থাত এনআইএ তদন্তের পথে কোনও বাধা রইল না।প্রসঙ্গত, রামনবমীর মিছিল ঘিরে হাওড়া-হুগলির-উত্তর দিনাজপুরের কয়েকটি এলাকায় হিংসার ঘটনা নিয়ে গত ২৭ এপ্রিল এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছিল, রাজ্যকে এ সংক্রান্ত সমস্ত নথি এনআইএ-কে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য।

মাঝরাতে নোয়াপাড়া স্টেশন দখল নিলেন

এনএসজি কমান্ডোরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আচমকাই গোটা মেট্রো স্টেশনের দখল নিল ন্যাশনাল সিকিউরিটি (এনএসজি) গার্ডের কমান্ডোরা।রবিবার ২৩ জুলাই মাঝরাতে নকল এই মহড়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল নোড়াপাড়া মেট্রো স্টেশন। কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এর আগেও এনএসজি কমান্ডোরা মেট্রোয় এই ধরনের মহড়া চালিয়েছেন। মেট্রোয় রাসায়নিক, উগ্রপন্থী বা অন্য কোনও আক্রমণ হলে বা আক্রমণের কোনও সম্ভাবনা থাকলে সেই পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করা হবে মহড়ায় সেটাই দেখে নেওয়া হয়। মধ্যরাতে শুরু হয়ে এই মহড়া চলে বেশ কিছুক্ষণ। রবিবার মহড়ার প্রয়োজনে একটি রেকও ব্যবহার করেছেন কমান্ডোরা। প্রত্যেকের হাতে দামী এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র। উগ্রপন্থীদের হাতে আটকে পড়েছেন ট্রেন যাত্রীরা। আপতকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় খবর দেওয়া হয়েছে এনএসজি কমান্ডোদের। ট্রেনে অপহৃত যাত্রীদের উদ্ধার করতে মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল তাঁদের কাজ।হার মানল উগ্রপন্থীরা। উদ্ধার হলেন সকল যাত্রী। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যাত্রীরা।

২ পাতার পর

নিউজ সারাদিনের সম্পাদকের পরিবারের জমি জায়গা কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা

তিনি ব্যর্থ।

যে সব জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখের দিকে তাকিয়ে ভোট দিয়েছিলেন, তাদের উপর অত্যাচার আজও অব্যাহত। যে সাংবাদিক গ্রামের অত্যাচার-অবিচার সহ্য করে দিদির জন্য কলম ধরেছিল, সেই সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার আজও তারা কেন এই এলাকায় অবহেলিত, অত্যাচারিত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। তাকে মেরে ফেলারও পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে। জমি জায়গাগুলো কেড়ে নেমে বলে বিভিন্ন কৌশল তৈরি করছে। বাংলায় সাংবাদিকদের উপরে এটা হবে সেটা ভাবা যায় না। সাংবাদিক সপরিবারে অত্যাচার অবিচার অনাচার সহ্য করতে করতে আজ তার পরিবারের সবাই ক্লান্ত, তার পিতা খুবই অসুস্থ, মাতা ও অসুস্থ ,অথচ তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রয়েছে। অবৈধ বিদ্যুতের বিলের মাশুল তাদের কাজ দিয়ে আদায় করা হচ্ছে জোরপূর্বক ভাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত জানিয়েও তার সুরাহা আজও মেলেনি। সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার দীর্ঘকালীন অসুস্থ, অসুস্থতার মধ্যেও তিনি কলম ধরে আজ ও লিখে যাচ্ছেন সমাজ সংস্কারের জন্য। এই অসহায় সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের কয়েকটি সাংবাদিক সংগঠন সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়নের মত অন্যান্য সংস্থা। এই সংস্থা যেভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইছে তা তুলে ধরছি। বাইরের চেহারা টা দেখে যেমন শিল্পীকে চেনা যায় না প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের কথায়। ঠিক তেমনি একজন মানুষকে ও একজন সাংবাদিক কেও বাইরের চেহারায় তাকে চেনা যায় না । বাইরের চেহারার মাঝেও ভিতরে তার বুকে কত জ্বালা সেটা জানতে গেলে, বুঝতে গেলে, খুব সতর্ক ভাবে নিজের সুবুদ্ধি কে কাজে লাগিয়ে মানুষের সঙ্গে গভীর ভাবে না মিশলে কখনোই তার ভিতরের চেহারার স্বরূপ ধরা পড়বে না। আজ সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখোমুখি হয়েছি যিনি একজন সৎ নিষ্ঠাবান নির্ভিক সাংবাদিক নাম মৃত্যুঞ্জয় সরদার । দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের হেদিয়া গ্রামের মানুষ মৃত্যুঞ্জয় বাবু। তার ছেলেবেলা খুব দুক্ষ কষ্টের রঙে মাখা। দারিদ্রতা ছেলেবেলা থেকে আজও পর্যন্ত পিছু ছাড়ে নি। নিত্য অভাব অনটনের মাঝে খুব কষ্টের মধ্যে জীবন সংসার চালিয়েও তিনি শত বাধা এলেও কখনো লেখা লেখি থেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নি। কিশোর যৌবনে তার বিবেক চেতন মন সবসময়ই প্রতিবাদী হয়ে উঠে ধরেছে কলম।

মৃত্যুঞ্জয় এর কথায় বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ রা রাজনীতির জালে জড়িয়ে ছিলেন। রাজনীতি তে খুব নোংরামি , হানাহানি আর খাওয়া খায়ী , কে কত আত্মসাৎ করতে পারে কে কত মেরে মুড়ে লুটে পুটে গুছিয়ে নিতে পারে তার কম্পিটিসন চলে । এই সমাজে এই নোংরা রাজনীতির খেলার প্রতিযোগিতার আঙিনায় তার পরিবারের লোকজনের সাথে একশ্রেণীর অসৎ মানুষ তাদের সংসারে নানাভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনেছে। তাই ছোট থেকেই সমাজের কাছে নানাভাবে দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেতে হয়েছে এমনকি বিনা দোষে তাকে জেল ও খাটতে হয়েছে সমাজের দুষ্ট চক্রের ফাঁদে তাকে মিথ্যা করে কষ্ট দিয়েছে অসৎ অমানুষের দল। এক সময় নুন আনতে যার পান্তা ফুরাত সেই মৃত্যুঞ্জয় অনেক কষ্টে কলকাতায় লেখাপড়া করেন এক সহৃদয় ব্যাক্তির সাহায্য আইপিএস অজয় রানাডে হাত ধরে, এছাড়া তিনি কম্পিউটার ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্স করেছেন। শিক্ষিত বেকার হয়েও ভাগ্যে জোটে নি কোনো কর্মযোগে চাকরি, তাই লেখালেখি কেই কর্মযোগে বেছে নিয়ে বহুদিন আগেই ধরেছিলেন প্রতিবাদী কলম হাতে। ছোট থেকেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ফ্রীলান্স এ লিখতেন নানা খবর। সকলেই ছাপ তেন কিন্তু কিছুই অর্থ উপায় হত না। হটাৎ একদিন বাসন্তী হাইওয়ের উপরে আমঝাড়াতে পুলিশ কে পিষে দিলো একটা লরি বাঘের চামড়া নিয়ে পালিয়ে যাবার সময়। সেই খবর তৈরি করে মৃত্যুঞ্জয় বাবু অনেক পেপার কে লিখে জানায় তার পর দিনই পেপারের হেডলাইন মৃত্যুঞ্জয় সরদার এর লেখা খবর তার সাংবাদিক জীবনের দরজা খুলে দিলো।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বলেন আমাকে সাংবাদিক রূপে চেনানো মানুষের মাঝে এ যেন বন বিবি দেবীর আশির্বাদ। তার পর থেকে পয়সা পেলেও বা কি নাপেলেও শুধু লিখে চলেছেন কখনো খবর ভিত্তিক, আর্টিকেল, সম্পাদকীয় কলমে আমার প্রতিবাদী ভাষার অলংকারের ঝংকারে কলম ধরে নানা বিষয়ে আর্থিক লিপি, দুরন্ত বার্তা, সকাল সকাল ও বহু নামি দামি পত্রিকায় কখনো নিজের নামে আবার সংবাদ দাতা হয়ে। সাংবাদিক হিসাবে তিনি একজন সমাজ সচেতনের নিষ্ঠাবান সৎ ব্যাক্তি। সমাজের নানা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী লেখা লিখে সবসময়ই তাকে জীবনে বেঁচে থাকতে হয় তার চলার পথে স্বার্থে ঘা লাগা মানুষেরা হুমকি দেয়, কেউ আবার প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। তবু লেখা থেকে তিনি সরে যাননি। ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর্স এসোসিয়েশনের জাতীয় সম্পাদক ও নিউজ সারাদিন এর সম্পাদক হয়ে সাংবাদিক জীবনে সব সময় মৃত্যুঞ্জয় সরদার সৎ ভাবে কাজ করার প্রতিজ্ঞা করে সমাজ সচেতনের ভূমিকা নিয়ে চলেছেন। সাংসারিক জীবনে স্ত্রী ও কন্যা এবং বৃদ্ধা পিতা মাতা ও ভাই ও ভাইয়ের সংসার নিয়ে যৌথভাবেই অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন। ঘর বাড়ির অবস্থা ভগ্নদশা তবু সরকারি আবাস যোগনায় তিনি আজও নতুন বাড়ি তৈরির সুযোগ পাননি। অভাব অনটনের মাঝেও তার শারীরিক অসুস্থতা তাকে বড় কষ্ট দেয়। মৃত্যুঞ্জয় বলেন ভাতের জোগাড় করব না ওষুধের জোগাড় করব। আমি অসুস্থ ,আমার বৃদ্ধা পিতা মাতা অসুস্থ সকলের চিকিৎসা ওষুধ জোগাড় করতেই হিম সিম খেতে হয়। এই ভাবেই চলছে একজন লড়াকু প্রতিবাদী সাংবাদিক এর জীবন। সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার আর এক অন্য রূপে তার নিজস্ব প্রতিভায় তিনি চলচিত্রের জগতে অনেক আগে থেকেই টুকি টাকি ছোট খাটো অভিনয় করেছেন। অনেক ধারাবাহিক এ ছোট ছোট চরিত্রে যেমন সোনার হরিণ, ইন্দুবালা, তে অভিনয় করেছেন এছাড়া তিনি বলেন সিনেমা জগতে বারুদ, রামলক্ষন ,প্রেমী, রাস্তার মতন ছবিতে ডেমি কাজ করেছিলেন, এছাড়া সিনেমা জগতে ফাইটিং শেখা, অভিনয় ও ডিরেকশন এর কাজ শেখা তার খুব প্রিয় ছিলো । টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় ঘুড়ে ঘুড়ে অনেক কিছুই শেখেন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কে পাথেয় করে বর্তমানে তিনি তথ্যচিত্র তৈরি করতে ডিরেকশন দিয়ে কাজ শুরু করেছেন। যত সব নোংরা নীতিগত হীন লোকেদের নেতা সাজিয়েছে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে ভুলের কি আদৌ টের পেয়েছে। সেই কারণে সৎ ও নিষ্ঠাবান সাংবাদিক পরিবারের উপরে আজ অবহেলায় অবহেলিত অত্যাচারিত বঞ্চিত এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না এই সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের মতো নিরীহ পরিবার এই গ্রামে নেই আর কেউ নেই। তাই দীর্ঘ বছর ধরে মৃত্যুঞ্জয়ের পূর্বপুরুষ ও মৃত্যুঞ্জয় এর উপরে আজও অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সপরিবারে জীবন-জীবিকা করত একটি মৎস্য চাষের ভেরির উপরে মাছ চাষ করে। সেই ভেরি টা জবর দখল করে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচেছ সমাজবিরোধীরা । এই এলাকার সমস্ত ভেড়ির মালিক নদী থেকে নোনাজল ঢুকিয়ে মাছ চাষ করে, অথচ দীর্ঘবছর এই পরিবারের ভেড়িতে নোনা ঢুকিতে দেওয়া হয় না। জল নিকাশি রাস্তার জবর দখল করে নিয়েছে। মাছ চাষ করে তার জীবন জীবিকা নির্বাহ করাটা বড় দায় হয়ে গেছে। তাই পোল্ট্রী ফার্ম করে কোন রকম তাদের জীবন-জীবিকা রুটি রোজগার জোগাড় করছে, অসহায় অবস্থার মধ্যে। এই এলাকায় যেকোনোভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে সুকৌশলে মেরে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সমাজবিরোধীরা।পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে এককথায় চেনার পরেও ,তার ওপরে অত্যাচার আজও অব্যাহত। কোন এক শক্তির কাছে পুলিশ যেন নিরুপায় হয়ে মৃত্যুঞ্জয় কে মন খুলে সাহায্য করতে পারে না।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২০৪ সংখ্যা ২৫ জুলাই, ২০২৩ মঙ্গলবার ০৮ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ভোটে বেলাগাম হিংসা, মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি লিখে প্রতিবাদ অপর্ণা-কৌশিকদের

পঞ্চায়েত ভোট বেলাগাম সন্ত্রাসের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোলা চিঠি দিলেন রাজ্যের বিশিষ্টজনদের একাংশ। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে গত ৮ জুন থেকে ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোটের হিংসায় মৃত্যু নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যও ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে মমতা বলেন, 'ভোট হিংসায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের সকলের পরিবারের জন্য দুঃখিত। আমি সমব্যথী। পুলিশকে ফ্রিহ্যান্ড দিচ্ছি। উপযুক্ত পদক্ষেপ নিন। আমরা ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করছি। আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি কোনও ভেদাভেদ হবে না।'ভোট ঘিরে হত্যালীলা, অরাজকতার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেছেন অপর্ণা সেন, কৌশিক সেনের, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টজনেরা। হিংসা রুখতে অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

মনোনয়ন থেকে নির্বাচন পেরিয়ে ভোট গণনা। পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত হয়েছে বাংলার মাটি। একাধিক নির্বাচনী কেন্দ্রে মুহুর্মুহু বোমাবাজি হয়েছে, গুলি চলেছে। সংবাদমাধ্যমগুলিতে প্রকাশ্যে এসেছে আগ্নেয়াস্ত্রধারী দুষ্কৃতীদের ছবি। এই অশান্তিতে বিরোধীদের পাশাপাশি শাসক দলের কর্মীদেরও মৃত্যু হয়েছে। ভোটহিংসার এই চেহারা নিয়ে সরব হয়েছে সব পক্ষই। বিশিষ্টজনদের একাংশের চিঠিতে রাজ্য প্রশাসন তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এর জন্য দায়ী করা হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভোটপর্বের ৩৭ দিনে ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, তেমন অনেকেই নিখোঁজ। 'আপনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব অস্বীকার না করেও এই কথা অবশ্যই বলা যায় যে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন কেন্দ্রীক হত্যালীলা এবং অরাজকতার দায়িত্ব মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং আপনার।' চিঠির শেষে লেখা হয়, আমরা দাবি করছি, 'অবিলম্বে এই রক্তস্নাত পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রাণ, জীবিকা ও সম্পত্তির রক্ষার দায়িত্ব নিতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার উদ্যোগী হোক।' মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা খোলা চিঠিতে ৩০ জন বিশিষ্টজনের নাম রয়েছে। তারা হলেন অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, অপর্ণা সেন, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, পল্লব কীর্তনীয়া প্রমুখ।

দেশে ২১টি নতুন গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর স্থাপনে মঞ্জুরি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ১১টি গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর ইতিমধ্যে কার্যকর রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার দেশে ২১টি নতুন গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর স্থাপনে মঞ্জুরি দিয়েছে। এগুলি হল পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, সিকিমের পাকইয়ং, অরুণাচলপ্রদেশের হোলোঙ্গি গোয়ার মোপা, নভি মুম্বাই, মহারাষ্ট্রে শিরডি এবং সিন্ধুদুর্গ, কর্ণাটকে কালাবুর্গি, বিজয়পুরা, হাসান এবং শিবমুগ্গা, মধ্যপ্রদেশে দাবরা (গোয়ালিওর), উত্তরপ্রদেশে কুশীনগর এবং নয়ডা, গুজরাটে হিরাসর এবং ঢোলেরা, পুদুচারীতে করাইকাল, অন্ধ্রপ্রদেশে দাগাদারথি, ভোগাপুরম এবং ওরভাকল, কেরালার কুন্নুর।

এর মধ্যে ১১টি গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। এগুলি হল- দুর্গাপুর, শিরডি, কন্নুর, পাকইয়ং, কালাবুরগি, ওরভাকাল, সিন্ধু দুর্গ, কুশীনগর, ইটানগর, মোপা এবং শিবমুগ্গা।

তামিলনাড়ু সরকার অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রককে রাজ্যের কাঞ্জিপুরম জেলার পারান্দুর-এ একটি গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরির জন্য প্রথম দফার মঞ্জুরি চেয়ে আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর নীতি অনুযায়ী ভারতের বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পাঠাতে হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আলোচনার পর গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দরের স্টিয়ারিং কমিটির কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়। তারা সেটি পর্যালোচনা করে স্থান সংক্রান্ত মঞ্জুরি দেন।

গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর নীতি ২০০৮ অনুযায়ী বিমানবন্দর প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর স্থাপনকারী সংস্থার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের হয়।

রাজ্যসভায় আজ অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জেনারেল (ডঃ) ভি কে সিং (অবসরপ্রাপ্ত) এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমরা সবকিছু জেনে বুঝে কেমন যেন নির্বাক, নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবতে পারিনা আমার। চিরাচরিত ইতিহাস বলছে বেশিরভাগ মানুষ স্বার্থনেশি, নিজের স্বার্থ ছাড়া ভাবতে পাড়ার মতন বিবেক শক্তি অনেকের নেই।

ক্রমশঃ

সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

অন্যরকম, কোন রকম হাঁড়িকাঠ নেই।একজনই একহাতে পুজোর পশু ধরে, অন্যহাতে কাস্তের মতন ছুরি চালায়। খড়গ ব্যবহার করা হয়না। তবে আমরা যাবার আগেই তিনটি বলি সম্পন্ন হয়েছে, তাই সৌভাগ্য যে বলির দৃশ্য দেখতে হল না।সুজাতা অবশ্য বাবার মাথায় ঘটি করে জলই ঢালল। কিন্তু ছেলেদের জন্য হাঁড়িয়ার শিশি থেকে হাঁড়িয়া ঢালাই লোকাচার বা নিয়ম। তাই আমাকেও পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে বাবার মাথায় হাঁড়িয়া ঢালতে হোল। এ যেন এসেছি শিব ঠাকুরের আপন দেশে অর্থাৎ এই শিবলিঙ্গের মতন শিলা খন্ডটি এঁদের কাছে কেবলমাত্র ঠাকুরই নন, একদম নিজের ঘরের আপন লোক।মদ ঢালা ভেজা বেলপাতা এবং বাতাসা ভক্তিভরে গ্রহণ করলাম। কিন্তু পুরোহিতের আদেশে এই প্রসাদ প্লাস্টিক ব্যাগ বা কোন থলিতে নেওয়া যাবেনা। পাঞ্জাবি বা শাড়ির খুঁটে বেঁধে আনতে হবে। আমার পরনে যদিও পাঞ্জাবি ছিল কিন্তু দেশি গামছা শাড়ির আঁচলেই বাঁধা হোল, আদিবাসী লৌকিক দেবতার প্রসাদ।মা দুর্গাকে সহ্য না করতে পারলেও, মা কালী কিন্তু অনেক আদিবাসীদের কাছে পরম প্রিয় পূজ্য দেবী। তাই চুটোনাথ বাবা গাছের নিচে অবস্থান করলেও, মন্দিরের হাতায় একটিমাত্র বাঁধান মন্দিরে মা কালী বিরাজমান। আমরা ভগবান বা ঈশ্বরকে বহু প্রাচীনকাল থেকে মান্যতা দিয়ে এসেছি আজও দিচ্ছে। আমরা ঈশ্বর কাকে বলি ঈশ্বরের সৃষ্টি বা কিভাবে, সে কথাগুলো লিপিবদ্ধ না করলে আজ হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই অনিষিক্ত রূপে সে কথা স্বীকার করাটাই অনিবার্য।পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম হচ্ছেন সেই ঈশ্বর যিনি সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত আছেন এবং থাকবেন এবং তিনিই প্রকৃত আরাধ্য। ঈশ্বর, পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম হচ্ছেন নিরাকার, কিন্তু তিনি চাইলেই যে কোন সাকার রুপ ধারণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণকে সেই পরমব্রহ্মের এক সাকার রূপ ধরা হয় এবং পরমেশ্বর মানা হয়। এখন কেউ যদি বলেন শ্রীকৃষ্ণ না শিবই আমার কাছে পরমেশ্বর তাতেও ভুল নেই কারণ তিনি যাঁকেই ডাকুন না কেন, সেই পরেমশ্বর কেই ভজনা করছেন। এখন প্রশ্ন আসতে পারে কৃষ্ণ বড় নাকি শিব বড়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সৃষ্টিখন্ডে ঈশ্বর শিবকে বলছেন " যে তোমার ও আমার মাঝে বিভেদ করবে তার মত পাপী আর পৃথিবীতে নেই"।মূল কথা হচ্ছে ঈশ্বর একজন তিনি নিরাকার বা সাকার, আমরা যাকেই ভক্তি বা পূজা করিনা কেন তা সেই ঈশ্বরকেই করা হয়। আমারা বিভিন্ন রুপের মূর্ত্তিকে পুজা করি তা কিন্তু ঈশ্বর থেকে আলাদা মনে করে না, মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেই পূজা করা হয়। ঈশ্বরের বিভিন্ন রুপ কল্পনা করে আমরা পূজা করেলেও ঈশ্বর কিন্তু সেই একজনই। অনেকে প্রশ্ন করেন ভাত সোজা করে না খেয়ে এত ঘুরিয়ে খাও কেন? গীতায় ঈশ্বর বলেছেন -- "যে আমাকে যেভাবে ডাকবে আমি তাকে সেভাবেই ফলদান করব"। হিন্দু ধর্ম যে কতটা উদার তার প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। আমি যেভাবে, যেরুপে তাকে ডাকব তিনি সেভাবেই আসবেন তা সে ৩৩ কোটির যে কোন একটা হোক না কেন।আমাদের দেহে যে আত্মা আছে, তা সকল ধর্মেই বিশ্বাস করে। ঈশ্বর হচ্ছেন সকল আত্মার উৎস অর্থাৎ পরমাত্মা। আর প্রতিটি জীবের শরীরে যে আত্মা আছে তা হচ্ছে জীবাত্মা। সকল ধর্ম কর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে লীন হওয়া অর্থাৎ পৃথিবী থেকে মুক্ত হওয়া। পুরস্কার অথবা শাস্তির শেষ আছে, মানে ভাল কাজের জন্য স্বর্গভোগ আর খারাপ কাজের জন্য নরকভোগ আছে। কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হয়, দুই টাকায় ভালো করে ১০ টাকার মিষ্টি খাবেন তা হবে না। পাকা হিসাবে যতটুকু ভাল ততটুকুই মিষ্টি। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু স্বর্গ নয় সেই পরমাত্মার সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া, এর আর কোন শেষ নাই।আত্মার কোন ধ্বংশ বা শেষ নাই। এটা এক দেহ হতে অন্য দেহে গমন করে মাত্র। দেহের পরিবর্তন হয়, শিশু হতে কিশোর আবার কিশোর হতে যুবক, কিন্তু আত্মার পরিবর্তন নাই। গীতা অনুযায়ী মানুষ যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি আত্মা ও পুরাতন জীর্ন শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীরে গমন করে। একটু আধুনিক ভাবে বলা যায়, দেহ হচ্ছে প্রোগ্রাম করা কোন যন্ত্র আর আত্মা হচ্ছে এর ব্যাটারী যখন এই দুই একত্রিত হবে তখনই যন্ত্র সচল হবে এখানে ব্যাটারী দিয়ে কথা তা যে যন্ত্র বা শরীরে সেট করা হোক না কেন, এর চালনা শক্তি থাকলেই চলে। সে কারণে এক স্ট্রার দুই সৃষ্টি, এই মহাশক্তি কি আমরা ভিন্ন রূপে আরাধনা করি। কখনো দেবী দুর্গা, কখনো মা মনসা, কখনো তারা মা, আবার কখনো শিব, কখনো সভ্যতার প্রাকৃতিক রূপে। তবে মনস্ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে 'আপ' প্রত্যয় করে মনসা শব্দের ব্যুৎপত্তি। সুতরাং এই দিক থেকে মনসা মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পুরান বলেন - সর্প ভয় থেকে মনুষ্যদের উদ্ধারের জন্য পরম পিতা ব্রহ্মা কশ্যপ মুনিকে বিশেষ মন্ত্র বিশেষ বা বিদ্যা আবিস্কারের কথা বলেন। হয়তো এখানে বিষের ঔষধ আবিস্কারের কথা সেই সাথেও বলা হয়। কশ্যপ মুনি এই বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তখন তাঁর মন থেকে এক দেবীর সৃষ্টি হয়। তিনটি কারনে দেবীর নাম হয় মনসা।

সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি ।।
মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরস।
তেন যা মনসা দেবী তেন যোগেন দীব্যতি ।।
আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী ।' ---- (দেবীভাগবত পুরাণ) প্রথমতঃ মনসা কশ্যপ মুনির মানস কন্যা, কেননা চিন্তা ভাবনার সময় মুনির মন থেকে উৎপন্না। দ্বিতীয় মানুষের মন তদীয় ক্রীড়া ক্ষেত্র, তৃতীয়তঃ নিজেও মনে মনে পরমাত্মার ধ্যান করেন বলে দেবীর নাম মনসা। মন মানুষের শত্রু আবার মন মানুষের মিত্র হতে পারে। "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" মন যদি শুদ্ধ, একাগ্র চিত্ত, নিজ বশীভূত, ভগবৎপরায়ণ হয় - ত সেই মন মোক্ষের কারন। তাই এই মনকে 'মিত্র' বলা যাবে। কিন্তু মন যদি অশুদ্ধ, চঞ্চল, ইন্দ্রিয় পরায়ণ, ভগবৎ বিমুখ হয়- ত সেই মন নরক গমনের হেতু। এই মন হল শত্রু মন। কশ্যপ মুনি মানব কল্যাণের জন্য ঔষধ আবিস্কারের কথা ভেবেছিলেন - তাই তাঁর মন থেকে দেবীর সৃষ্টি হল। তাই শাস্ত্রের এই শিক্ষা যে, আমাদের সর্বদা কল্যাণকর, হিতকর, ভগবানের কথা-ইত্যাদি মনে ভাবনা চিন্তা করতে হবে।মনসা আদিবাসী দেবতা। পূর্বে শুধু নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যে তাঁর পূজা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজেও মনসা পূজা প্রচলন লাভ করে। মনসার সাথে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের আত্মীয়তা কীভাবে গড়ে উঠলো সেই কথাটা একটু বলি। বর্তমানে মনসা আর আদিবাসী দেবতা নন, বরং তিনি একজন হিন্দু দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। হিন্দু দেবী হিসেবে তাঁকে নাগ বা সর্পজাতির পিতা কশ্যপ ও মাতা কদ্রুর সন্তান রূপে কল্পনা করা হয়েছে। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ মনসাকে শিবের কন্যারূপে কল্পনা করে তাঁকে শৈবধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সময় থেকেই প্রজনন ও বিবাহ রীতির দেবী হিসেবেও মনসা স্বীকৃতি লাভ করেন। কিংবদন্তি অনুযায়ী, শিব বিষপান করলে মনসা তাঁকে রক্ষা করেন; সেই থেকে তিনি বিষহরি নামে পরিচিতা হন। তাঁর জনপ্রিয়তা দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মনসার পূজকেরা শৈবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও অবতীর্ণ হন। শিবের কন্যারূপে মনসার জন্মকাহিনি এরই ফলশ্রুতি। এর পরেই হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী মূলধারায় মনসা দেবীরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। শ্রী আশুতোষ ভট্রাচার্য তার মনসামঙ্গল নামক সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন- 'এখন দেখিতে হয় পশ্চিম-ভারতের 'মনসা' নামটি কখন হইতে জাঙ্গুলী দেবীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি জাঙ্গুলির সঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের সম্পর্ক ছিল, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী ছিলেন। পাল রাজত্বের অবসানে সেন রাজত্বের যখন প্রতিষ্ঠা হইল, তখন এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ ও তাহার স্থানে হিন্দুধর্মের পুনরাভ্যুত্থান হইয়াছিল, সেই সময়ে যে সকল বৌদ্ধ দেবদেবীকে নুতন নাম দিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এই সর্পদেবী তাহাদের অন্যতম। বৌদ্ধ সংস্রবের জন্য তাঁহার জাঙ্গুলী নাম পরিত্যাক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে মনসা নামকরণ হয়। বাংলার পূর্বোক্ত অর্বাচীন পুরাণগুলি ইহার কিছুকাল মধ্যেই রচিত হয় এবং তাহার মধ্য দিয়া মনসাকে শিবের কন্যারুপে দাবী করিয়া হিন্দু-সমাজের মধ্যেগ্রহণ করা হয়।'

মনসা দেবী বা সর্প দেবী হিসাবে পুজা বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম থেকে এসেছে বৌদ্ধ গ্রন্থেই সর্প দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বিনয়বস্তু' ও 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে সর্পের দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে সর্পের দেবীর বর্ণনা আছে। 'সাধনমালা' গ্রন্থে সর্প দেবীকে 'জাঙ্গুলি' বা 'জাঙ্গুলিতারা' বলে উল্লেখ করা আছে। প্রাচীন যুগে সাপের ওঝাকে বলা হতো জাঙ্গুলিক (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস --- ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন 'মঞ্চাম্মা' বা 'মনোমাঞ্চী'। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মতে মঞ্চামা নাম থেকেই 'মনসা' নামের উৎপত্তি। আবার ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্প দেবী জাঙ্গুলিকেই 'মনসা' বলে মানেন। তাঁর মতে -- "অত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতেই এই পূর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজে জাঙ্গুলীদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সূত্র গ্রন্থ 'সাধনমালা'-তে এই জাঙ্গুলী দেবীর পূজার প্রকরণ ও তাহার মন্ত্রের সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ আছে। তাহা হইতে সহজেই অনুমতি হইতে পারে যে, এই জাঙ্গুলীদেবী বর্তমানে সমাজে পূজিতা সর্প দেবী।" গবেষকদের মতে মনসা অনার্য দেবতা, পরে আর্য দের পুরানে স্থান পেয়েছেন। গবেষকরা বলেন বঙ্গদেশ ছিল জঙ্গলে ভরা। সাপের উপদ্রব ছিল বেশী। বাংলা ছিল কৃষি প্রধান। এই বিষাক্ত সাপেদের সাথেই তাঁদের বসবাস ও দ্বন্দ্ব। একটি বিষাক্ত প্রানী, যার ছোবোলেই মৃত্যু। তাই 'মনসা পূজা' বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসার পায়। ত্রিপুরা, ওড়িশা, আসাম, দুই বঙ্গ, বিহারে এই পূজোর প্রচলন বেশী। হিমালয়ের পাদদেশে জঙ্গলে ছিল সাপেদের অবাধ বিচরণ ভূমি। মানুষের বসতি বাড়লো, সাপেদের সাথে সংঘাত বাড়লো। প্রথমে নিম্ন জাতির মধ্যে এই পূজোর প্রসার থাকলে কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য দেবী হয়ে ওঠেন মা মনসা।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

বেবিবাম্প নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় শুভশ্রী, সঙ্গে রাজ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আবারও মা হচ্ছেন কলকাতার নায়িকা শুভশ্রী গাঙ্গুলি। কদিন আগেই সুখবরটি নিজেই জানিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'আমি একদম সুস্থ আছি। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো কাজও করছি।'

এরই মাঝে স্বামী পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ও ছেলে ইউভানকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে ইন্দোনেশিয়ায় উড়াল দিয়েছেন এই নায়িকা। সেখানে সময়টা দারুণ উপভোগ করছেন অভিনেত্রী।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করা ছবিতে শুভশ্রী দেখা মিলেছে খোলামেলা রূপেই। ভক্তদের চোখ এড়ায়নি নায়িকার বেবিবাম্প। সবাই তার পরিবারের নতুন সদস্যর আগমনের খবরে শুভকামনা জানাচ্ছেন।

দ্বিতীয়বার মা হওয়ার পর কী কাজ থেকে বিরতি নেবেন? এমন প্রশ্নের জবাবে নায়িকা বলেন, কাজের ব্যাপারে আমি খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেই। যে অফার আসে, সেটাই গ্রহণ করি না, তার সঙ্গে প্রেগন্যান্সির যোগ নেই। আমার হাতে বেশ কিছু অফার রয়েছে, এসব কাজ পরের বছর শুরু হবে। চিকিৎসকের দেওয়া তথ্য মতে, আমার সন্তান প্রসবের তারিখ ডিসেম্বরে। যতদিন সম্ভব হবে কাজ করব, তারপর বিরতি। কারণ ডেলিভারির পর সুস্থ হতে শরীরকে সময় দিতে হবে।

টলিউড পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রেমের পর ২০১৮ সালের ৬ মার্চ বাগদান সারেন এই অভিনেত্রী। ওই বছরেই মে মাসে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন করেন তারা। এরপর ২০২০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাদের ঘরে জন্ম নেয় ছেলে ইউভান। যার বয়স এখন ২ বছর ৯ মাস।

নাম ভাঙিয়ে প্রতারণা, আইনি ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি সালমান খানের

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনেতার পাশাপাশি সালমান খান একজন প্রযোজকও। তার প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মস থেকে নিয়মিত সিনেমা নির্মিত হয়। তাই মাঝেমধ্যেই শিল্পী-কলাকুশলী খোঁজেন তিনি। এবার সেই প্রতিষ্ঠানের নাম ভাঙিয়ে শুরু হয়েছে প্রতারণা। ফলে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলিউড ভাইজান। সোস্যাল মিডিয়ায় এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন তিনি।

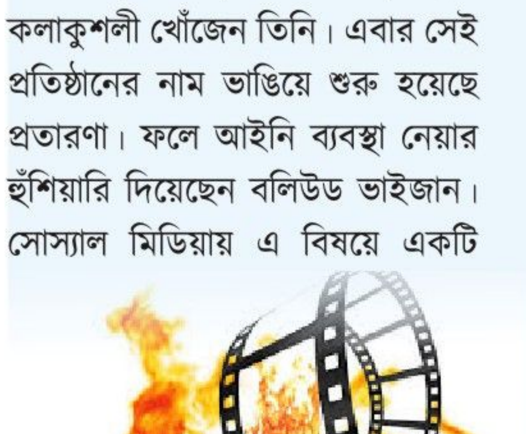

সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে সালমান এ বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেখানে জানানো হয়, সালমানের নাম ব্যবহার করে একটি চক্র বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। চক্রটি মূলত সালমান খান ও তার প্রযোজনা সংস্থার নাম ব্যবহার করে নতুন সিনেমার জন্য শিল্পী নির্বাচনের কাজ চালাচ্ছে। যা খুব ভয়াবহ ঘটনা।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'আমি পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছি যে, এই মুহূর্তে সালমান খান অথবা সালমান খান ফিল্মস কোনো সিনেমার জন্য কাস্টিং (শিল্পী বাছাই) করছে না।'

বিবৃতিতে আরও বলেন, আমাদের নতুন সিনেমার জন্য আমরা কোনো কাস্টিং এজেন্টও নিয়োগ দেইনি। তাই দয়া করে, এমন বিষয়ে কোনো ইমেইল বা মেসেজ পেলে তা বিশ্বাস করবেন না। যদি কোনো চক্র আমার নজরে আসে যে তারা মিস্টার খান অথবা এসকেএফ (সালমান খান ফিল্মস) এর নাম অনৈতিক ব্যবহার করছে তবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এই মুহূর্তে ;বিগ বস ওটিটি' এবং 'টাইগার থ্রি' সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন সালমান খান। অন্য কোনো সিনেমায় এই মুহূর্তে কাজ করছেন না এ অভিনেতা। তার প্রযোজনা সংস্থা থেকেও নতুন কোনো সিনেমা তৈরির ঘোষণা দেননি তিনি।

আমিরের সিনেমার অডিশন দিয়েছিলেন, তবে সেই অভিজ্ঞতা ভালো নয় কিয়ারার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এই মুহূর্তে বলিউডের অন্যতম ব্যস্ত ও সফল অভিনেত্রীদের অন্যতম কিয়ারা আডবাণী। একের পর এক ছবির চুক্তিতে সই করছেন তিনি। তবে একটা সময় ছিল, যখন পর পর ছবির অডিশন দিয়েও সুযোগ মেলেনি কিয়ারার। তেমনই একটি ছবি হল 'লাল সিং চড্ডা'।

প্রথম থেকেই এই ছবি নিয়ে নানা বিতর্ক। ছবিটি ছিল ইংরেজি ছবি 'ফরেস্ট গাম্প'-এর হিন্দি সংস্করণ। ছবিটি তৈরি হতে কয়েক বছর সময় ব্যয় করেন নির্মাতারা। তার পরও বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে এই ছবি। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে ছিলেন আমির খান ও কারিনা কাপুর খান। ছবিতে কারিনা অভিনীত রূপা চরিত্রটির জন্য অডিশন দেন কিয়ারা। যদিও নেওয়া হয়নি তাকে। এই অভিনেত্রীর কথায়, আমি 'লাল সিং চড্ডা'র জন্যও অডিশন দিয়েছিলাম। তখন যদিও জানতাম না, সেটা 'লাল সিং চড্ডা'র জন্য অডিশন। ওই অডিশনটি নিয়ে আমি আর ভাবতে চাই না। নিশ্চয়ই খুব খারাপ অভিনয় করেছিলাম। যদিও অনেক বছর আগের কথা।

ছবিতে এক শিখের চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমির। টম হ্যাঙ্কসের বিখ্যাত ছবি 'ফরেস্ট গাম্প'-এর ভারতীয় রূপান্তরণ এই ছবি। ছবির মুখ্য চরিত্রের জীবনের পরতে পরতে চমক। জীবনের ব্যর্থতা, কঠিন লড়াই করে এগিয়ে চলা- সব কিছুই ছিল এই ছবিতে। তারপরও দর্শক টানতে ব্যর্থ হয় এই ছবি। এই ছবির পর বেশ কিছু দিন অভিনয় থেকে বিরতি নিয়েছেন আমির খান।

কবে আসছে শাহরুখের ডানকি, জানেন না তাপসী!

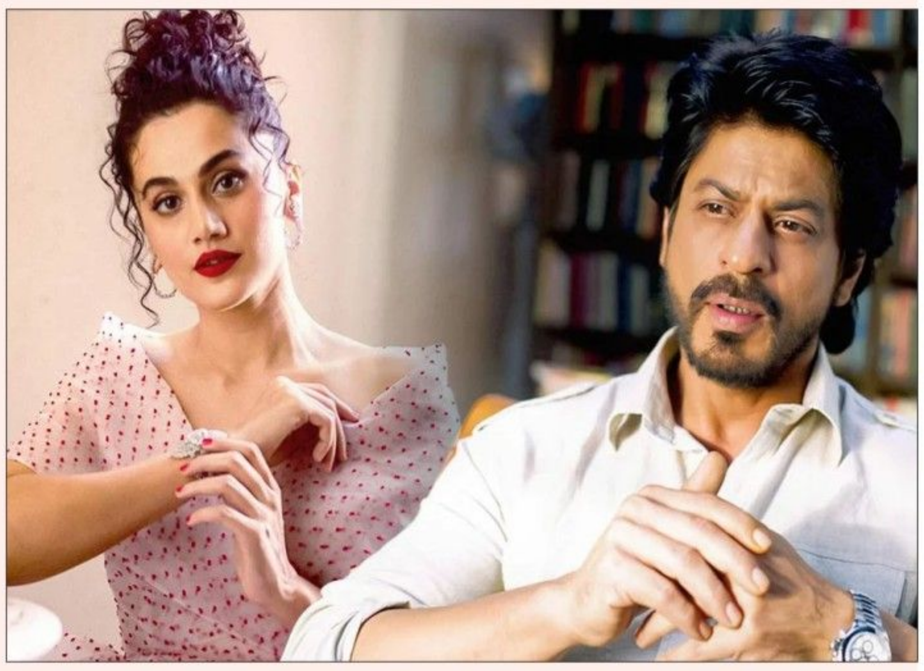

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খানের সাথে রাজকুমার হিরানির আসন্ন সিনেমা ডানকিতে অভিনয় করেছেন তাপসী পান্নু। সোমবার ভক্তদের সাথে ইনস্টাগ্রামে আড্ডা দিয়েছেন এই বলিউড অভিনেত্রী।

'আস্ক মি অ্যানি থিং' নামের ওই সেশনে তিনি ভক্তদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ডানকি কবে আসছে সেই প্রশ্ন এসেছিল স্বাভাবিকভাবে। কারণ সম্প্রতি ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে যাওয়া শাহরুখের আরেক সিনেমা জওয়ানের প্রিভিউও এরইমধ্যে ঝড় তুলেছে।

তাপসী ডানকির মুক্তির ব্যাপারে বলেছেন, আমি কেবল জানি এই সিনেমায় আমি কয়েকদিন শুটিং করেছি। আর এর বেশি জানতে চাইলে আপনাদের উচিত রাজকুমার হিরানির সাথে যোগাযোগ করা, তিনিই সিনেমাটির পরিচালক। আমার মনে হয় একমাত্র তিনিই জানেন ঠিক কখন কোনটা ঘটবে এবং সিনেমার ফার্স্টলুক কখন আসবে। আমি কেবল শ্যুটিংয়ে গেছি আর ফিরে এসেছি। আমি এই সিনেমার অংশ হতে পেরে সুখী।'

এখনো ডানকি মুক্তির আনুষ্ঠানিক দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়নি।

সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে

বিধ্বস্ত রোনালদোরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রাক-মৌসুম প্রীতি ম্যাচে বড় হারের শিকার হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দল আল-নাসর। সোমবার রাতে পর্তুগালের ইস্তাদিও ফারোতে স্প্যানিশ ক্লাব সেল্টা ভিগোর কাছে ৫-০ গোলে হেরেছে আল-নাসর।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। বিরতির পর ম্যাচের ৫২তম মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন আল-নাসরের আবদুল্লাহ আল আমরি। ৫৭তম মিনিটে গোল করে সেল্টা ভিগোকে এগিয়ে দেন গয়েল অ্যালন্সো। পাঁচ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জর্গেন লারসেন। লারসেন এরপর আরো একটি গোল করেন। সেল্টা ভিগোর হয়ে জোড়া গোল করেছেন মিগুয়েল রদ্রিগেজও।

৭৫ মিনিটে ৫-০ গোল হজম করার পর একটি গোলও পরিশোধ করতে পারেনি আল-নাসর। ফলে বড় ব্যবধানে হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় সৌদি ক্লাবটির।

বড় দায়িত্ব নিয়ে

কেকেআরে ফিরছেন গম্ভীর!

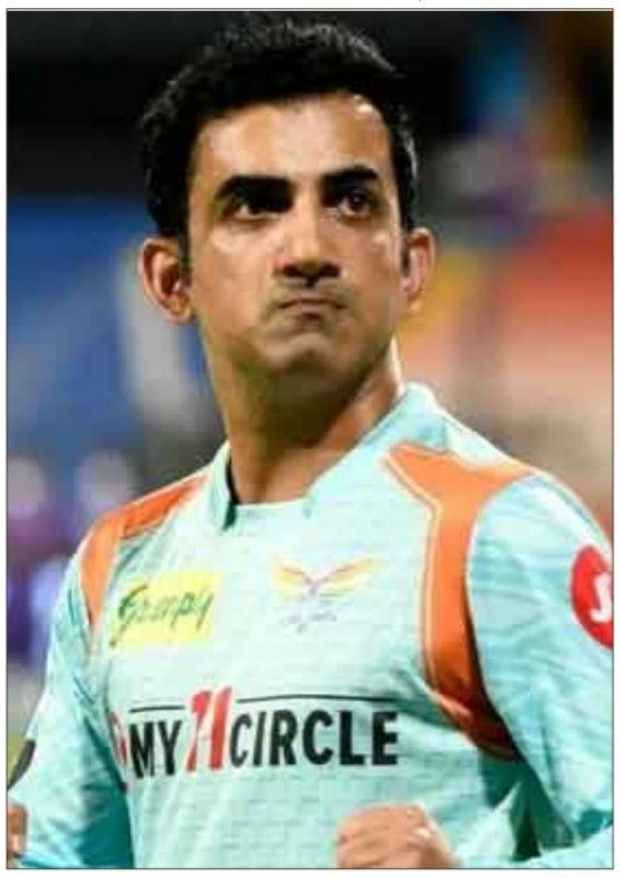

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) নেতৃত্ব দিয়ে দুটি আইপিএল শিরোপা জিতিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। এরপর দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরে ক্যারিয়ার শেষ করেছেন তিনি। সর্বশেষ লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টের মেন্টরের দায়িত্ব পালন করেছেন বিশ্বকাপ ওটি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী এই ক্রিকেটার। এবার তার কলকাতায় ফেরার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। লক্ষ্ণৌ দলটির হেড কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে বরখাস্ত করেছে। পরপর দুবার লক্ষ্ণৌকে প্লে অফে তুললেও চাকরি টিকলোনা তার। অ্যান্ডির জায়গায় এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে দায়িত্ব নিয়েছে ক্লাবটি। গম্ভীর এখন ল্যাঙ্গারের সঙ্গে কাজ করবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে লক্ষ্ণৌর এক কর্মকর্তা ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, 'এখন পর্যন্ত গম্ভীর কোথাও যাচ্ছেন না। তিনি লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টের সঙ্গেই থাকছেন।'

তবে সাবেক ভারতীয় এই ব্যাটারের কেকেআরে ফেরার সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। কেকেআরে ফিরলে তিনি মেন্টর হিসেবে নাকি হেড কোচ হিসেবে আসবেন তা নিয়ে প্রশ্ন প্রশ্নে। তবে গম্ভীর ব্যক্তিগতভাবে কেকেআরকে পছন্দ করেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কেকেআর গত মৌসুমে হেড কোচ হিসেবে চন্দ্রকান্ত পন্ডিতকে নিয়োগ দিয়েছে। তার অধীনে ভালো করেনি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তারপরও ২০২৪ মৌসুমেও দায়িত্বে থাকতে পারেন তিনি। কেকেআর গম্ভীরকে দলের মেন্টর হিসেবে প্রথম মৌসুমে দায়িত্ব দিয়ে দলের পরিবেশ বোঝার পথ করে দিতে পারে। এমনটাই জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম।

ফাইনালে হারের পর

শাস্তির মুখে পড়লেন জোকোভিচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : উইম্বলডনের রোমাঞ্চকর ফাইনালে হারের পর শাস্তির মুখে পড়েছেন নোভাক জোকোভিচ। ম্যাচের এক পর্যায়ে মেজাজ হারিয়ে র‍্যাকেট ভাঙায় জরিমানা করা হয়েছে সার্বিয়ান তারকাকে।

ফাইনালের লড়াইয়ে গত রবিবার কার্লোস আলকারাসের কাছে ১-৬, ৭-৬ (৮-৬), ৬-১, ৩-৬, ৬-৪ গেমে হেরে যান জোকোভিচ। ৩৬ বছর বয়সী এই তারকা কাণ্ডটি ঘটান পঞ্চম সেটে। সার্ভিসে পয়েন্ট হারানোর পর নেটে র‍্যাকেট ছুড়ে মারেন তিনি। ভেঙে যায় র‍্যাকেট।

আম্পায়ার ফার্গুস মার্ফি সঙ্গে সঙ্গেই সীমা লঙ্ঘনের জন্য ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী জোকোভিচকে সতর্ক করে দেন। রানার্সআপ হওয়ায় এই সার্বিয়ান পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ১১ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড। সেখান থেকেই জরিমানার ৬ হাজার ১১৭ পাউন্ড কেটে নেওয়া হবে।

ফেভারিট হিসেবে ফাইনালে খেলতে নেমে প্রথম সেট মাত্র ৩৪ মিনিটে জিতে নেন জোকোভিচ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর দ্বিতীয় সেটে টাইব্রেকে হেরে যান তিনি। পরের সেটেও জেতেন ২০ বছর বয়সী আলকারাস। এরপর চতুর্থ সেটে জিতে ঘুরে দাঁড়ান জোকোভিচ। তবে শেষ রক্ষা আর হয়নি তার। ২০১৩ সালের পর সেন্টার কোর্টে এটি ছিল জোকোভিচের প্রথম হার।

এশিয়া কাপের সূচি নিয়ে টালবাহানা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে এশিয়া কাপ ক্রিকেটের এবারের আসর। কিন্তু রাজনৈতিক জটিলতার কারণে এখনো ঝুলে আছে টুর্নামেন্টটি। এবার বৃষ্টি মৌসুমের অজুহাত দেখিয়ে হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া কয়েকটি ম্যাচ পাকিস্তানে আয়োজন করার কথা বলছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

বেশ কয়েকদিন ধরেই এশিয়া কাপ নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনার পর হাইব্রিড মডেলের সমাধান দেয় এসিসি। প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্ক, রাজনৈতিক নিরাপত্তার কারণেই মূল আয়োজক দেশ পাকিস্তানে খেলতে ভারতের অনিহা, হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কাকে সঙ্গে নেয়ার মতো ইস্যু নিয়ে থমকে আছে পুরো এশিয়া কাপের আয়োজনই। যার সঙ্গে আবার সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজনও।

এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের পুরো সূচিই নির্ধারিত হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার শহর ডারবানে আইসিসির বৈঠক চলাকালেই অবশ্য সেই জটিলতা কেটে যাবে বলে আসশা করা হচ্ছিল। কিন্তু সূচি চূড়ান্ত হওয়ার আগেই নতুন করে আরো এক দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে বোর্ডের কর্মকর্তারা। নিজেদের দেশে আরো কিছু ম্যাচ আয়োজন করতে আগ্রহী পাকিস্তান। সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া বিবেচনায় এমন চিন্তাভাবনা করছে দেশটি। হাইব্রিড মডেল উপস্থাপনের সময়ই নির্ধারণ করা হয়েছিল, বিশ্বকাপের আগে সেপ্টেম্বরে মাসে অনুষ্ঠিত হবে এবারের এশিয়া কাপ।

ভারতের আপত্তির কারণে পাকিস্তান থেকে টুর্নামেন্টের ৯টি ম্যাচ সরিয়ে নেয়া হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। পিসিবির নতুন যুক্তি অনুসারে পুরো সেপ্টেম্বরজুড়েই শ্রীলঙ্কার বেশির ভাগ অঞ্চলে আছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। আর সেক্ষেত্রে ভেস্তে যেতে পারে অনেকগুলো ম্যাচ। মূলত শ্রীলঙ্কার এমন বৈরী আবহাওয়ার কারণেই আরো কিছু ম্যাচ নিজেদের দেশে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে তারা।

এবারের এশিয়া কাপের মূল আয়োজক পিসিবির শীর্ষ কর্মকর্তারা এখন ডারবানে অবস্থান করছেন। সেখানে আইসিসির বার্ষিক সভায় উপস্থিত আছেন এশিয়ার অন্যান্য বোর্ডের কর্মকর্তারাও। সেখান থেকে ফিরেই তারা এসিসির বৈঠকে যোগ দেবেন। ভারতের প্রবল আপত্তির মুখে প্রায় এক মাস আগেই সহআয়োজক হিসেবে শ্রীলঙ্কার নাম প্রস্তাব করা হয়। বর্তমান প্রস্তাবনা অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বের প্রথম চারটি ম্যাচ হওয়ার কথা পাকিস্তানে। আর বাকি ম্যাচগুলো হবে শ্রীলঙ্কায়। ভারত-পাকিস্তানের হাইভোল্টেজ ম্যাচটি হবে ডাম্বুলায়। এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ আছে ৪টি ম্যাচ। নেপালের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচটি হতে পারে লাহোরে। এছাড়া আফগানিস্তান বনাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা এবং শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তানের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে।

এর আগে বিশ্বকাপে পাকিস্তানে খেলার বিষয়ে মন্তব্য করেন দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী। বাবর-রিজওয়ানদের ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্তে নারাজ দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী এহসান মাজারি। এশিয়া কাপ নিয়ে জটিলতা কেটে যাওয়ার পর বিশ্বকাপ নিয়েও জটিলতার অবসান হবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। কিন্তু বিশ্বকাপের সূচি নিশ্চিত হয়ে যাওয়া হলেও এশিয়া কাপ নিয়ে সংশয় এখনো কাটছে না।

পিএসজির অনুশীলনে এমবাপ্পে

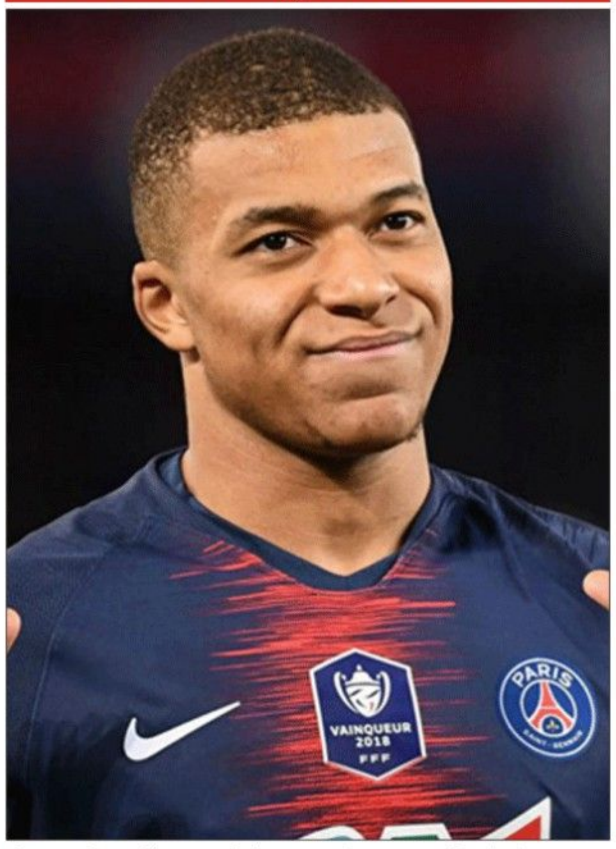

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পিএসজিতে অনুশীলনে ফিরেছেন তারকা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপ্পে। নতুন মৌসুমে নিজেকে ঝালাই করার জন্য তিনি মাঠে নেমেছেন। ২০২৪ সাল পর্যন্ত পিএসজির সঙ্গে তার চুক্তি। এটিই হতে পারে পিএসজির হয়ে এমবাপ্পের শেষ মাঠে নামা। ক্লাব কর্তৃপক্ষ চাপ দিলেও ফরাসি এই তারকা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর নতুন করে চুক্তি করবেন না। এদিকে, ফরাসি স্ট্রাইকারকে দলে ভেরাতে অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু তারা ফ্রি ট্রান্সফারে এমবাপ্পেকে চায়। এ জন্য ২০২৪ সালে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু পিএসজি তাকে এখনই বিক্রি করে দিতে চায়। কারণ আগামী মৌসুমে এমবাপ্পে ফ্রি এজেন্ট হয়ে গেলে পিএসজি আর ট্রান্সফার ফি পাবে না।

পিএসজির আগ্রহে

জল ঢাললেন হ্যারি কেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হ্যারি কেনকে দলে নেওয়ার লড়াইয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। লড়াই থেকে তারা সরে গেছে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইংলিশ স্ট্রাইকারের বিষয়ে খোঁজ রাখলেও লম্বা প্রজেক্টের চিন্তায় তরুণ কাউকে চাইছে তারা। টটেনহ্যামের ২৯ বছর বয়সী স্ট্রাইকার কেনকে কিনতে বরাবর আগ্রহী ছিল পিএসজি। বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে লড়াই করছিল ফ্রান্সের ক্লাবটি। তবে সংবাদ মাধ্যম টি টেলিগ্রাফ দাবি করেছে, হ্যারি কেন পিএসজিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। শেষ অপশন হিসেবে কেনের সামনে খোলা আছে বায়ার্ন মিউনিখের দরজা। জার্মান ক্লাবটি স্পার্স স্ট্রাইকারের জন্য নিজেদের সবটা দিয়ে চেষ্টা করছে। হ্যারি কেনও যেতে চান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্যতম সেরা দল বায়ার্নে। এদিকে ক্রীড়া সাংবাদিক থমাস হিডেল গোল ডটকমের কলামে বলেছেন, পিএসজির উচিত হবে হ্যারি কেনকে না কেনা। ২৯ বছরের শিরোপাহীন হ্যারি কেন পিএসজিকে তেমন কিছু দিতে পারবে না বলে বিশ্বাস তার। এছাড়া হ্যারি কোনভাবেই এমবাপ্পের বিকল্প নন। তার বয়সও মাথায় রাখতে বলেছেন। হ্যারি কেনকে স্ট্রাইকার হিসেবে শীর্ষস্থানীয় বলছেন থমাস। লিগ ওয়ানে মৌসুমে ৩০ গোল দেওয়া, ১০ গোলে সহায়তা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু দ্রুতই ৩০ বছরে পা দেওয়া হ্যারি কেনের ইনজুরির কথাও মাথায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন থমাস হিডেল। গত মৌসুমের পুরোটা তিনি গোড়ালির ইনজুরি নিয়ে খেলেছেন। নতুন প্রজেক্ট গড়তে চাওয়া কোন ক্লাবের জন্য যেটা ভালো খবর নয়।

এশিয়া কাপে

দু'বার মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান, কবে কবে?

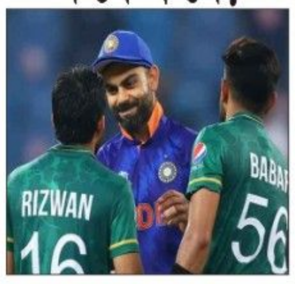

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপ হবে হাইব্রিড মডেলে। এসিসি বিষয়টি চূড়ান্ত করেছে। পাকিস্তানে হবে চারটি ম্যাচ। বাকি ম্যাচগুলো হবে শ্রীলঙ্কায়। এখনও এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা হয়নি। তবে পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, ৩০ বা ৩১ আগস্ট শুরু হবে আসরটি। পাকিস্তান ঘরের মাঠে নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আসর শুরু করবে। ওই ম্যাচ খেলে বাবর আজমরা চলে যাবেন শ্রীলঙ্কা। সেখানে ভারতের বিপক্ষে খেলবে গ্রুপ পর্বের পরবর্তী ম্যাচ। ওই ম্যাচটি ২ সেপ্টেম্বর ডাম্বুলায় অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছে ক্রিকেট পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বের সেরা দুই দল যাবে সুপার ফোরে। দুই গ্রুপ থেকে চার দল সুপার ফোরে খেলবে। সেখানে প্রতি দল একে অপরের মুখোমুখি হবে। ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে যেহেতু নেপাল আছে, বড় কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে দুই দলই দ্বিতীয় রাউন্ডে যাবে। ভারত-পাকিস্তান সুপার ফোরে গেলে তাদের দ্বিতীয় ম্যাচটি মাঠে গড়াতে পারে ১০ সেপ্টেম্বর। এমনটাই দাবি করেছে ক্রিকেট পাকিস্তান। আর ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল খেললে এশিয়া কাপটা দুই দলের দ্বিপাক্ষিক সিরিজের স্বাদ দিতে পারে। আসরের ফাইনাল হওয়ার কথা ১৭ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের দুটি ম্যাচই খেলবে পাকিস্তানে। প্রথমে আফগানিস্তান, পরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামতে পারে টাইগাররা। সুপার ফোরে খেলতে শ্রীলঙ্কার টিকিট কাটতে কঠিন চ্যালেঞ্জ জিততে হবে লিটন-সাকিবদের।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR